দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 19.APR 1990 ...
পৃষ্ঠা ... 0 ... কলাম ... 2 ...

20

শিক্ষকদের বেতন ও পদোন্নতি

প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় দেশের স্কুল-কলেজগুলির শিক্ষক এবং কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও প্রমোশন সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা যাতে আগামী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে তাদের বেতন পায় সে জন্য শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানানো হয়। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের পদোন্নতির জন্যও পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।

শিক্ষকদের কাজের অবস্থায় শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকুক এটা সবারই কাম্য। কারণ দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত অবস্থার সঙ্গে বিষয়টা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এ ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্তকে আমরা অভিনন্দনই জানাই। দেশের বিভিন্ন বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা যখন নিয়মিত বেতন পান না তখন তারা বিকল্প উপার্জনের পথ খুঁজতে বাধ্য হতে পারেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি অন্য কাজ করলে তাদের দোষ দেয়া যায় না। জীবন ধারণের প্রয়োজনেই তাদের এটা করতে হয়। কিন্তু এর ফলে তাদের নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদন যে বিঘ্নিত হতে পারে তাও অস্বীকার করা যায় না। এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট নিয়মনীতি বহাল থাকার প্রয়োজনীয়তা অনেক দিন থেকেই অনুভূত। কাজটা শেষ পর্যন্ত যদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রের একটা উল্লেখযোগ্য সমস্যার সমাধান হয়েছে বলেই ধরতে হবে।

সরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের নিয়োগ, স্থায়ীকরণ, প্রমোশন, জাতীয়করণ ইত্যাদি বিষয়ে নানা ধরনের জটিলতা কিছুতেই যেন আর দূর হচ্ছে না। শিক্ষকদের মুখে নানা ধরনের অভিযোগ শোনা যায়। কে সিনিয়র, কে জুনিয়র, কার মূল্যায়ন কে করেছেন কিভাবে করেছেন– এসব নিয়েও নানা প্রশ্ন। শিক্ষকদের তথা সরকারী চাকুরেদের যদি সবসময়ই চাকরিগত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতে হয়, তা হলে তাদের কাজ ভন্ডুল হতে বাধ্য। একথা স্বীকার করতেই হবে যে সরকারী চাকরির নিয়মকানুন বড় জটিল; ছুটিছাটা, বদলি, প্রমোশন, রিটায়ারমেন্ট ইত্যাদির ব্যাপারে চাকুরেদের ভোগান্তি হয়। চাকরি পেলেই যেমন নানা হিসাব নিকাশের দায়দায়িত্ব মাথায় চাপে, চাকরি থেকে অবসর নিলেও তেমনি পেনশন প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি নিয়ে শুরু হয় বিবিধ ভোগান্তি।

কাজের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে কড়া নিয়মকানুনের অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা আছে। বিশেষ করে আমাদের দেশে যখন এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কর্মবিমুখতার প্রবণতা জাঁকিয়ে বসেছে তখন শক্ত হাতেই ডিসিপ্লিন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবে ডিসিপ্লিন প্রতিষ্ঠার নিয়মকানুনও সহজ সরল হতে পারে। আমরা মনে করি সরকারী চাকরির নিয়মকানুন সহজ সরল করে তোলা যায় কিনা সে বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। সরকারী চাকরিতে সিনিয়রিটির পাশাপাশি মেধারও স্বীকৃতি দেয়া দরকার। কর্মচারীদের সম্পর্কে যে বাৎসরিক মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রমোশনের ভিত্তি তার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কেও নানা প্রশ্ন আছে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ বহু পুরনো পদ্ধতিরই সংস্কার সাধন করেছেন। সরকারী চাকরির নিয়মকানুন সংস্কারেও যদি তিনি হাত দেন তা হলে কাজকর্ম ও প্রশাসনে গতি সঞ্চারিত হতে পারে।

স্কুল-কলেজে অনেক শূন্য পদ আছে। এসব পদে অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের নিম্ন পদের শিক্ষকই হয়ত অস্থায়ীভাবে কাজ করেন। এরকম ক্ষেত্রে ওই শিক্ষকের কাজের স্বীকৃতি দান ও তার পদোন্নতি মেনে নেয়াই উচিত। অস্থায়ীভাবে যারা কাজ করেন তাদের কাজকে স্থায়ী হিসাবে গণ্য করে নিলে তারা কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা পাবেন। নিরাপত্তা বোধ যে কাজের পরিবেশকে উন্নত করে এ কথা সবাই মানেন।

তবে শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নয়, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও বেতন, প্রমোশন, স্থায়ীকরণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে জটিলতা আছে। আমরা মনে করি এ সম্পর্কে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন থাকা উচিত। শিক্ষক বা কর্মচারীদের ভাগ্য কারও খেয়ালখুশী অনুযায়ী নির্ধারিত না হয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে হবে এটাই প্রত্যাশিত।